দৈনিক
ইত্তেফাক

7 MAY 2009

দেশে ইংরেজি শিক্ষার বেহাল দশা

স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজি না পড়েই মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক

॥ নিজামুল হক ॥

শ্রেণীকক্ষে ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান করছেন কিন্তু স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজি বিষয় নিয়ে পড়েননি এমন শিক্ষকের সংখ্যা নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৮ ভাগ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৩ ভাগ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান নিয়ে সরকারি এক জরিপে এ তথ্যই প্রমাণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা। এসব বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক এখনও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পাননি। শিক্ষকরা ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ না পেয়ে নিজে ইংরেজিতে দুর্বল থেকে যাচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের ভিতরও ইংরেজি-ভীতি থেকেই যাচ্ছে। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সরকারি জরিপে দেখা গেছে, বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি শিক্ষক তাদের শিক্ষা জীবনে খুব কম নম্বরের ইংরেজি বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬৫ শতাংশ শিক্ষক, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭১ শতাংশ শিক্ষক ১০০ নম্বরের ইংরেজি পড়েছেন। স্নাতকে ৩০০ নম্বরের ইংরেজি পড়েছেন নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে মাত্র ৬ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫ শতাংশ। ইংরেজি বিষয়ে দুর্বল থাকায় শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে এসে ইংরেজি ব্যাকরণ না পড়িয়ে রচনা, চিঠিপত্র নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রেণীকক্ষে ইংরেজি শিক্ষার নামে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করছেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও ইংরেজি বিষয়ে দুর্বল থাকছে। শহরের বেলায় এর তেমন প্রভাব না পড়লেও গ্রামে পড়ছে এর প্রভাব। শহরের বেশির ভাগ শিক্ষকরা ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বা অন্য কোন উপায়ে নিজেদের যোগ্য করে তুলেছেন। কিন্তু গ্রামের শিক্ষকের বেলায় ঘটেছে এর উল্টো। অনেকেই প্রশিক্ষণ পাননি, আবার যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারাও শ্রেণীকক্ষে ইংরেজি পড়াতে পারছেন না। ফলে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা ক্ষমতাবলে গিয়ে কোন শিক্ষকের কাছে ইংরেজি বিষয় প্রাইভেট পড়ছে। অন্যরা দুর্বল থেকে যাচ্ছে। (১৫শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে ইংরেজি

(১৬ পৃঃ পর)

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার পেছনে রয়েছে ইংরেজি। শহরের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বিষয়ে ভাল করলেও গ্রামের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বিষয়েই অকৃতকার্য হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি বইয়ের পাঠক্রম পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল না। যেখানে ইংরেজি বিষয়ের এই দুর্বলতা সেখানে সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ না দেয়া সত্ত্বেও গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার একমাত্র প্রকল্প ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫৯ হাজার ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক রয়েছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৫ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে বলে প্রকল্পের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। প্রশিক্ষণ পাননি এমন শিক্ষকের সংখ্যা ২৪ হাজার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মাত্র ২৭টি জেলার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাকি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না দিয়েই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও ১৯৯৯ সাল থেকে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়। নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ব্যয় হয় দুই বছর। ১৯৯৯ সাল থেকে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে ১৯৯৬, ৯৭ এবং ৯৮ সালের তুলনায় পরবর্তী বছরগুলোর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার বৃদ্ধি পায়।

এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩০ জুন। কিন্তু অভিজ্ঞ জনবলকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজি বিষয়ের প্রশিক্ষণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য টিকিউআই নামে একটি প্রকল্প কাজ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ হাজার ইংরেজি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি।

এনসিটিবির এক কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি শ্রেণীর ইংরেজি উন্নত বিশ্বের সাথে মিলিয়ে করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে আদলেই তৈরি করা হয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি বই। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা না করেই কারিকুলাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) অধ্যাপক ড. মো: সিরাজুল হক বলেন, সরকার ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে, যাতে আরো বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় সে লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।